আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: বগুড়া

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়সুশীলসমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. **মুশিহুর রহমান,** বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবক (সভাপতি: আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: বগুড়া)
২. **মাহফুজ আনাম,** সম্পাদক, দ্য ডেইলি স্টার
৩. **অ্যাডভোকেট মীর ইকবাল হোসেন,** সভাপতি, বগুড়া জেলা আইনজীবী সমিতি
৪. **অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম,** নির্বাহী পরিচালক, টিমএমএসএস
৫. **খন্দকার গোলাম কাদের,** সহসভাপতি, বগুড়া থিয়েটার
৬. **ফজলুর রহমান পাইকার,** সভাপতি, বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৭. **মাহমুদা হাকিম,** সাধারণ সম্পাদক, তহুবুন্নেসা মহিলা সংসদ, বগুড়া
৮. **অ্যাডভোকেট আল মাহমুদ,** আহ্বায়ক, সুজন-বগুড়া শাখা
৯. **ডা. আরশাদ সায়ীদ,** পরিচালক, অন্বেষা করতোয়া ডায়গনস্টিক
১০. **মাহফুজ আরা,** নির্বাহী পরিচালক, পেস্‌ড, বগুড়া
১১. **সেলিনা শিউলি,** সালমা সোবহান ফেলো ও সাংবাদিক
১২. **দিলারা বেগম,** সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নাটোর
১৩. **ডেইজি আহমেদ,** উন্নয়নকর্মী, নাটোর
১৪. **আব্দুর রশিদ,** অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
১৫. **মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কাজল,** নির্বাহী পরিচালক, হিউম্যান হেল্প সোসাইটি, বগুড়া
১৬. **খালিদ-বিন-জালাল,** সাব-এডিটর, *দৈনিক উত্তরবঙ্গ বার্তা*
১৭. **বীরেণ দাস,** নির্বাহী পরিচালক, সোপান, বগুড়া
১৮. **অ্যাডভোকেট আমজাদ হোসেন,** টিআইবি কর্মী
১৯. **অ্যাডভোকেট হেলালুর রহমান,** সাবেক চেয়ারম্যান, বীরকেদার ইউনিয়ন
২০. **জহুরুল ইসলাম খান,** পরিচালক, ডিএটিটি
২১. **খগেন্দ্র নাথ রায়,** আইনজীবী, নাটোর
২২. **রহিম চৌধুরী,** আহ্বায়ক, উদীচী, বগুড়া
২৩. **আব্দুর রাজ্জাক,** শিশু সংগঠক, নাটোর
২৪. **ডা. মোস্তাফা আলম নান্নু,** সভাপতি, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ
২৫. **যাহেদুর রহমান,** সহকারী সম্পাদক, *দৈনিক করতোয়া*
২৬. **আব্দুল মজিদ ফকির,** প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বগুড়া জিলা স্কুল
২৭. **অ্যাডভোকেট এ কে মোহাম্মদ সামসুল আবেদীন,** অধ্যক্ষ, বগুড়া আইন কলেজ
২৮. **মুহাম্মদ আব্দুর রউফ,** সভাপতি, গ্রাম বিকাশ সংস্থা, বগুড়া
২৯. **মাহমুদুল হক চৌধুরী,** সংস্কৃতিকর্মী, নাটোর
৩০. **মাহমুদা ইসলাম,** অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য, *নাগরিক কমিটি ২০০৬*
৩১. **শ্যামল ভট্টাচার্য,** সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রাক্তন শিক্ষক, বগুড়া জিলা স্কুল
৩২. **মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান,** শিক্ষক

৩৩.**মীর আব্দুর রাজ্জাক,** উন্নয়নকর্মী, নাটোর
৩৪.**অমরেশ মুখার্জি,** প্রভাষক, এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ, বগুড়া
৩৫.**মুহাম্মদ আবু-তাহের-শামিম,** ছাত্র, সরকারি শাহ্ সুলতান কলেজ, বগুড়া
৩৬.**পিন্টু আরেং,** উন্নয়নকর্মী
৩৭.**মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন,** কো-অর্ডিনেটর, AIVD, সদর রোড কালাই, জয়পুরহাট
৩৮.**মোহাম্মদ রকিবুল হক খান,** ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, লাইট হাউস, বগুড়া
৩৯.**আহমুদুল হক,** শিক্ষক সংগঠক, নাটোর
৪০.**গৌতম কুমার দাস,** সাধারণ সম্পাদক, বগুড়া গ্রন্থকেন্দ্র
৪১.**আজিজার রহমান তাজ,** সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কবিতা পরিষদ, বগুড়া
৪২.**আলতাফ হোসেন,** সমন্বকারী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নাটোর
৪৩.**আমান উল্লাহ খান,** সম্পাদক, *দৈনিক বাংলাদেশ*
৪৪.**আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ,** সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও সদস্য, *নাগরিক কমিটি ২০০৬*
৪৫.**অলক তালুকদার**
৪৬.**মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ,** নির্বাহী পরিচালক, লাইট হাউস
৪৭.**সুইন চৌধুরি,** সাবেক ভিপি, সরকারি আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া
৪৮.**জোবায়ের হাসান লিটন,** সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (জাসদ), জেলা কমিটি
৪৯.**অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম খান,** মুক্তিযোদ্ধা
৫০.**ফেরদৌস জামান মুকুল,** সাবেক সংসদ সদস্য
৫১.**হাফিজ আহমেদ,** জাতীয় পরিষদ সদস্য, সিপিবি
৫২.**কামরুন নাহার পুতুল,** সাবেক সংসদ সদস্য
৫৩.**মজিবুর রহমান মজনু,** প্রাক্তন চেয়ারম্যান, শেরপুর পৌরসভা
৫৪.**অ্যাডভোকেট ফজলুল বারী,** সভাপতি, গণফোরাম, বগুড়া
৫৫.**রেজাউল করিম তানসেন,** সভাপতি, বগুড়া জেলা জাসদ
৫৬.**মমতাজ উদ্দিন,** সভাপতি, বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ
৫৭.**মোহাম্মদ আব্দুল জলিল,** মুক্তিযোদ্ধা ও সহ-সভাপতি, জেলা জাতীয় পার্টি, বগুড়া
৫৮.**হাসান আলী শেখ,** সিপিবি, বগুড়া
৫৯.**বজলুল করিম বাহার,** লেখক ও উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, বগুড়া
৬০.**সাকিল আহাম্মেদ,** চেয়ারম্যান, হলি ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন, বগুড়া
৬১.**মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ,** অধ্যক্ষ, তছলিম উদ্দিন তরফদার ডিগ্রি কলেজ, বগুড়া
৬২.**মোহাম্মদ আমিনুল হক,** অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
৬৩.**মোহাম্মদ আমিনুল ফরিদ,** কমিশনার, বগুড়া পৌরসভা
৬৪.**মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান,** জানিপপ, বগুড়া
৬৫.**আবুল কাওসার,** পাঠাগার কর্মী, নাটোর
৬৬.**এম এ মমিন দুলাল,** সভাপতি, পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, রাজশাহী বিভাগ
৬৭.**মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম,** নির্বাহী পরিচালক, নামুজা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা (নিডো)
৬৮.**এ বি এম জিয়াউল হক বাবলা,** সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বগুড়া
৬৯.**ড্যারিন পারভেজ,** সংস্কৃতিকর্মী

৭০.**ইসমাইল হোসেন,** সহসভাপতি, বগুড়া জেলা কেন্দ্রীয় দোকান মালিক সমিতি
৭১.**অ্যাডভোকেট সাখাওয়াৎ হোসেন,** নির্বাহী পরিচালক, পিজিইউএস, বগুড়া
৭২.**মোহাম্মদ মাহফুজ সিদ্দিক লিটন,** সিনিয়র সহসভাপতি, বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৭৩.**সমীর রায়,** সিনিয়র ফার্মাসিউটিক্যালস অফিসার, হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, বগুড়া
৭৪.**ইনামুল হক,** উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক সেবা সংগঠন
৭৫.**তৌফিক হাসান ময়না,** সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বগুড়া
৭৬.**সাদেকুর রহমান সুজন,** সাধারণ সম্পাদক, সংশপ্তক থিয়েটার
৭৭.**বিলু কবির,** সমন্বয়কারী, ইউডিপি, বগুড়া
৭৮.**আব্দুর রাজ্জাক রাজু,** পরিচালক, পরিবর্তন, সিরাজগঞ্জ
৭৯.**কে এম আব্দুল বারী,** অধ্যাপক, সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ
৮০.**মো. আব্দুল মানিক,** ম্যানেজার, প্রতিবন্ধী মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বগুড়া
৮১.**মোহাম্মদ লিয়াকত আলী,** নির্বাহী পরিচালক, মানব উন্নয়ন সংস্থা, সিরাজগঞ্জ
৮২.**মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম,** জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, বগুড়া
৮৩.**অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম মন্টু,** প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বগুড়া পৌরসভা
৮৪.**বেলাল উদ্দিন আহমদ,** আর্টিস্ট, অ্যাডফার্ম বিন্দু, বগুড়া

সমন্বয়কারী

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূচনা পর্ব

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নাগরিক অধিবেশনের ত্রয়োদশ আয়োজনে সবাইকে স্বাগতম। সিপিডি, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও চ্যানেল আই তিন মাস ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ নাগরিক উদ্যোগ জাতীয় নির্বাচন ২০০৭-কে সামনে রেখে সূচনা করে। এর মূল্য লক্ষ্য দুটি। এক. আজ থেকে ১৫ বছর পর নাগরিকেরা কীভাবে এ দেশকে দেখতে চান তার পরিকল্পনা তৈরি করা। নাগরিক-আকাঙ্ক্ষা বলে একটি কাগজ আপনাদের দেওয়া হয়েছে। এ কাগজের ২২ দফায় নাগরিক-আকাঙ্ক্ষা বা মৌলিক চিন্তাকে বিধৃত করতে চেয়েছি। এ আকাঙ্ক্ষা বিদেশে হলে বলত, 'সিটিজেন চার্টার'। সেখানে প্রজাতন্ত্র নাগরিকদের যেসব অধিকার সম্পর্কে বলতে চায় তা বলা থাকে। আমরা এ নাগরিক-আকাঙ্ক্ষার উৎস হিসেবে নিয়েছি দুটি জিনিস। একটি হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের যে মূল চিন্তাগুলো ছিল সেটি। মূল লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা–এগুলো আমরা মূল আর্দশ হিসেবে নিয়েছি। আর যেটা নিয়েছি–বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যে অধিকারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আর্থসামাজিক বাস্তবতার কারণে অপূর্ণ রয়ে গেছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাকে আরও জটিল করে তুলেছে। সেগুলোকে আগামী ১৫ বছরে বাস্তবায়িত দেখতে চাই। এটিই আমাদের মূল লক্ষ্য। এটিকে কেন্দ্র করে আরও বিস্তৃত পরিসরে বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ রচনা করার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। নাগরিক-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে রূপকল্প রচিত হচ্ছে। এখানে আটটি অভীষ্ট আছে। এর মধ্যে সাতটি আলোচিত হয়েছে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। আটটি আলোচিত হবে। আপনাদের মতামত থাকলে, পারমর্শ থাকলে সেগুলো দিলে আমরা উপকৃত হব।

আরেকটি বিষয় সামনে নিয়ে আসছি। সেটি হলো জাতীয় নির্বাচন-২০০৭। এটিকে সামনে রেখে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী, নীতিনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক সদস্যদের যেন রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন দেয়, সে জন্য আমরা মতামত সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা মনে করি, রাজনীতি করবেন রাজনীতিবিদেরা। কিন্তু সে রাজনীতি এমন একটি বিষয়, সেখানে যদি নাগরিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহলে সে রাজনীতি নিষ্ফল হয়ে যাবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনীতিবিদেরা প্রতিটি ভোটারের কথা শোনার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। এ সুযোগে তাদের কাছে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পৌঁছে দিতে চাই। এটাও বুঝি, সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দিলেই নির্বাচনে জয়লাভ করবে–এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে জয়ী হতে হলে সুষ্ঠু পরিবেশ ও কাঠামো দরকার, যার ভেতর তারা নির্বাচন করতে পারবেন। এ পরিবেশের অন্যতম বড় অন্তরায় হিসেবে যেটিকে আমরা দেখি তা হচ্ছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের নির্বাচন সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক আইনানুগ ব্যবস্থা দিয়ে পেশিশক্তি ও কালো টাকাকে যদি সরাতে না পারি, তাহলে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী কোনোদিন জাতীয় সংসদে নির্বাচন করতে পারবেন না। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছাকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন ধারার সংস্কার সম্ভব। এটি যদি রাজনৈতিক সরকার করে, সেটি সবচেয়ে ভালো। রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে হলে সেটি সবচেয়ে ভালো। যদি তা না হয়, তবে আমরা মনে করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব হলো দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ গড়ে তোলা। কিন্তু কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারেন না।

তবে সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে জনপ্রতিনিধি আইনের সংস্কার সাধন করেন, তাহলে না বলার কোনো কারণ থাকবে না। কারণ এখন যে নির্বাচনী আইনগুলো আছে তা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল। এগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য সংস্কার প্রয়োজন। এগুলোকে সবচেয়ে ভালোভাবে যেটুকু আছে সেটুকু যেন বাস্তবায়ন করতে পারে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন যদি দুর্বল হয়, নির্বাচন কমিশনের যদি কোনো মেরুদণ্ড না থাকে, একদেশদর্শী হয়, তাহলে সেখান থেকে নাগরিকেরা কী আশা করতে পারে। সেটাও আমাদের চিন্তার মধ্যে আছে। এসব বিষয়ে আপানাদের মতামত আশা করছি।

আলোচনা

মাহফুজ আনাম

গত ১৫ বছরে আমরা যে ধারাবাহিকভাবে দেখে আসছি, তার সবচেয়ে বড় একটা সুফল হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে পারি। এটাও হচ্ছে আমাদের বিরাট সাফল্য। এ সাফল্য কেউ আমাদের উপহার দেয়নি। সংগ্রাম করে অর্জন করেছি। আমরা যে সরকারকে নির্বাচিত করি তারা অনেক কিছু বলেন, প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় গিয়ে নিজেদের মতো দেশ চালান। এ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা এখন মনে করি যে আমাদের ভোট দেওয়ার যে অধিকার এটার সঙ্গে আরও কিছু বলার সময় এসেছে। আমরা শুধু ভোটই দেব না। সঙ্গে সঙ্গে বলব আপনারা সৎ ও যোগ্য লোককে মনোনয়ন দেন। আমরা কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তৈরি করতে চাই না। দলও গঠন করছি না। নাগরিক সংলাপের মাধ্যমে এ বক্তব্যকে সামনে আনতে চাই–আমাদের যারা বড় বড় রাজনৈতিক দল আছে তারা যখন তাদের মনোনয়ন দেবে তখন তারা যেন নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষার সঠিক প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু এর প্রতিফলন ঘটবে না। যদি না আপনারা আপনাদের উপলব্ধিকে সঠিকভাবে বুঝে আপনাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ স্বরে প্রকাশ না করেন। সিপিডি, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, চ্যানেল আই মিলে আমরা সে সুযোগটা আপনাদের করে দিচ্ছি নিজেদের ভবিষ্যতের স্বার্থে। আমরা মনে করি, আপনাদের কণ্ঠস্বর জাতীয় নেতাদের জানানো উচিত। আজ যে নাগরিক সংলাপ হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক পরিবেশে এ ধরনের সংলাপ করা উচিত ছিল। তারা

তো নিজেদের দলের কর্মীদের কথা শোনেন কোনো না কোনোভাবে। কিন্তু যারা দলের বাইরে, কোনো দলের কর্মী নয়, ভোটের বিরাট একটি অংশ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের চিন্তা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা–এগুলো আমাদের নেতারা কীভাবে জানতে পারবেন। দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হচ্ছে তারা জানেন না। জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাহলে কী হবে। তারা যদি জানতে না চান, আগ্রহ প্রকাশ না করেন তাহলে কি আমরা চুপ থাকব। না, সেই একটি উদ্দেশ্য থেকে আমরা এ উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। সে কথাগুলো যতটুকু সম্ভব ক্রোড়পত্রে জনগণের সামনে তুলে ধরছি। চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হচ্ছে। এ আশায় যে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যদি শোনেন, যদি তাদের দৃষ্টিতে আসে। আর অন্যান্য জায়গার নাগরিকদের জানানোর চেষ্টা করছি। একটি সামগ্রিক চেতনা তৈরি করা–এ কাজটি রাজনৈতিক দলগুলোর করা উচিত। কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশে হয় না তাই নাগরিক নেতৃত্ব উদ্যোগ নিয়েছে।

অ্যাডভোকেট মীর ইকবাল হোসেন

আপনারা গোলাপি কাগজে ২১ নম্বরে কালো টাকা সম্পর্কে যা বলেছেন তা আরও বড় করে আনা উচিত। আরও কিছু সংযুক্ত করার প্রয়োজন আছে। কালো টাকার উৎসমুখ বন্ধ করতে হলে রাজস্ব বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশন, এর সঙ্গে আরেকটি নাম আসা উচিত সেটি হচ্ছে বিচার বিভাগ। কালো টাকা বধ করার অস্ত্র আমরা এখানে খুঁজে পেতে পারি। কর প্রশাসন এমনভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত, কালো টাকার জন্ম হতে এটা সাহায্য করছে। সরকার প্রশাসনের সঙ্গে যারা আছে তারাই কালো টাকার জন্ম দিচ্ছে। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কর প্রশাসনকে দুর্নীতিবাজদের আঘাত করার ক্ষমতা দিতে পারি। নাগরিক হিসেবে যদি লক্ষ রাখতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক কিছু হতে পারে। দুর্নীতি দমন কমিশন সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলব না। আমি মনে করি, এটাকে আরও স্বাধীন করা দরকার। কমিশনের ২৬/২৭ ধারা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির আয়-ব্যয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারে কমিশন। কাউকে বাধ্য করা যেতে পারে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার জন্য। এটা কিন্তু কর প্রশাসনেরও আছে। কিন্তু কমিশনের জন্য বাড়তি যে অধিকার দেওয়া আছে সেটি হলো আয়ের উৎসের সন্ধানে পৌঁছানো। কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আছে। এখন আমাদের দেখতে হবে, কমিশন এ ক্ষমতা যথার্থভাবে প্রয়োগ করে কি না। আমরা যদি কালো টাকার মালিকদের ধরতে না পারি, উৎসমুখ বন্ধ করতে না পারি তাহলে ২০০৭-এর নির্বাচন কেন আগামী দিনের কোনো নির্বাচনই সুষ্ঠু হবে না। আমরা আমাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হব। সুতরাং আমরা দেখতে চাই, নির্বাচন কমিশনের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেটি কাগুজে একটি শব্দ নয়। এ অধিকার প্রয়োগ হচ্ছে, কালো টাকার মালিকদের ধরা হচ্ছে, উৎস চিহ্নিত করা হচ্ছে।

দুর্নীতি আর উন্নয়ন আলাদা করা যাবে না। দুর্নীতিকে স্পর্শ করার হার খুবই কম। সুতরাং এ কাজটি আমাদের প্রথম করতে হবে। বহু আশা, স্বপ্ন নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। বহু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য অভিনন্দন জানাই। কিন্তু উন্নয়ন বিড়ম্বনা, বাণিজ্যের জন্য প্রতিবাদ করি।

অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম

আমরা দেশের মালিক। এ দেশের কল্যাণে কথা বলা আমাদের অধিকার। কথা বলবই। নার্স-ডাক্তার হলে হাসপাতালের কথা বলা যাবে? আমি পারব না–এ ব্যাপারটি সর্বত্রই প্রযোজ্য হচ্ছে। সমাজে এর প্রভাব পড়ছে। এখান থেকে বের হয়ে আমাদের উপযুক্ত কথা বলতে হবে।

ব্রিটিশেরা আমাদের বলে, তোমাদের এখানে সংস্কারের কথা নেই কেন। আমরা ২০০ বছর দেশ শাসন করেছি। দুঃশাসনের জন্য আইনের প্রকৃতি-ধারা যেমন ছিল তোমরা সে রকমই রাখলে। তাহলে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে পারবে না। স্বাধীন মানুষের জন্য আইনের ধারা অন্য রকম হবে। দুঃশাসনের মতো থাকবে না।

আরও একটি কথা বলি। কোনো রাজনৈতিক দলই এনজিওদের ভালোবাসে না। এনজিওদের দেখতে পারে না। অথচ এনজিও একটি পূর্ণ জনগোষ্ঠী। সরকারের সুযোগ-সুবিধা পায়নি। পিয়নের চাকরিও পায়নি। টিএমএসএসএ সাত-আট হাজার টাকা বেতন পায়। অথচ সরকারি পিয়নের চাকরির কথা শুনলে চলে যায়। কারণ সরকারি চাকরি পেলে সোনার হরিণ পেয়ে গেল। কাজ করুক আর না করুক বেতন পাবেই। সরকারি অনুমোদন নিয়ে সরকারি নীতির মধ্যে কাজ করছি। আমরা রিজেক্ট জনগোষ্ঠী এনজিও করলাম। এখানে ভুলত্রুটি হতেই পারে। আমাদের ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে এত আনন্দ পান ওনারা। কি বিরোধী দল, কি সরকারি দল। বেশুমার জনগোষ্ঠী যারা এনজিওর মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বাড়াচ্ছে, জনগণের কাছে যাচ্ছে এবং সরকারের বোঝা কমিয়ে দিচ্ছে। এ জনগোষ্ঠীকে দেখবে কারা; কারা আমাদের ভালোবাসে?

খন্দকার গোলাম কাদের

৪৫ বছর গ্রামে কাজ করেছি। গ্রামের লোকজনকে চিনি। আমার হিসাব মতে ৫ ভাগ ধনী, ১০ ভাগ মাঝারি, ৮৫ ভাগই গ্রামের লোক এবং দরিদ্র। ৮৫ জনের জন্য যা দরকার তা করতে পারি না। করি পাঁচজনের জন্য, ১০ জনের জন্য। আমি দুর্নীতিমুক্ত গ্রাম, থানা, ইউনিয়ন দেখেছি। ১৯৬২ সালে আকতার হামিদ খান একটি দুর্নীতিমুক্ত স্বনির্ভর থানা করেছিলেন। এটি আমি দেখেছি। অনেক গ্রাম স্বনির্ভর হয়েছিল, দুর্নীতিমুক্ত হয়েছিল। তহশিলদার ওইসব থানায় যেতে চায় না। কারণ ঘুষ পায় না। আমাদের দেশের প্রত্যেক জায়গায় এখন দুর্নীতি।

আমাদের দেশ হুজুগের দেশ। কারণ হঠাৎ শোনা গেল সমুদ্রের জল মিষ্টি হয়ে গেছে। সেখানে লাখ লাখ মানুষ দৌড়াচ্ছে। কেন? মিষ্টি পানি খাওয়ার জন্য। হুজুগ উঠল অমুককে ভোট দিতে হবে। হুজুগের জোয়ারে তারা দৌড় শুরু করল। দু-তিনবার আমি হুজুগের নির্বাচন দেখেছি। গ্রামের লোকজনকে বুঝাতে হবে। নাগরিকেরা যখন বুঝবে তখন হবে।

ফজলুর রহমান পাইকার

দেশকে গড়ার জন্য ব্যবসায়ীদের ভূমিকা রাখতে হবে। অন্যান্য দেশ যেমন চীন আজকে কোথায়; বাংলাদেশ কোথায়। চীন ১৯৪৯ সালে স্বাধীন হয়েছে। আমরা ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে শাসনমুক্ত হয়েছিলাম। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে চীনের ব্যবসা নেই, তার পণ্য নেই। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে যেসব পণ্য ব্যবহৃত হয় তার সিংহ ভাগ চীনের। আমরা এ অবস্থানে কেন এলাম। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কেবল সময় কেটে গেছে, কিছুই হয়নি। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করেছি। আশা একটি স্বাধীন কার্যকরী দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। দেশের জনগণ কর্মঠ। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি–সর্বক্ষেত্রে অবদান রাখার সামর্থ্য আছে। তাহলে কেন আমাদের অভাব? আমাদের খুঁজে দেখতে হবে কেমন করে ৫০টি বছর হারালাম। কেন এমনটি হলো। বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে আসবে কেমন করে সামনে এগিয়ে যাব।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক তফাৎ। বিদেশি বিনিয়োগকারী বিশেষ করে জাপান-কোরিয়ার লোকজন বলেছে, তোমাদের দেশে হরতাল হয়। সেখানে কীভাবে বিনিয়োগ করব। হরতাল থাকলে পোষাবে না। আমরা নিজেদের পায়ে কুড়াল মারছি।

মাহমুদা হাকিম

নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা আমার অধিকার। সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে বড় দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপ প্রয়োজন। তাদের মধ্যে থাকতে হবে জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছি। যদি সংঘাতময়, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ত্যাগ করে জাতীয়তাবোধে বলীয়ান হয়ে সংলাপে মিলিত হয়, তাহলে জাতি যে আশঙ্কা করছে তা এড়ানো সম্ভব।

অ্যাডভোকেট আল মাহমুদ

টিআইবি একটি প্রতিবেতন দিয়েছিল বছরখানেক আগে। আজকের এ পার্লামেন্টে ১১১ জন স্মাগলার। স্মাগলারেরা যদি পার্লামেন্টে যায় তাহলে তারা কী করবে। জাতি কী পাবে। একজন দুর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছিলাম। তার দুর্নীতির মামলা আজ উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাহলে দুর্নীতি বন্ধ হবে কীভাবে। যখন কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হবে তখন তার সম্পদের হিসাব নিতে হবে। মাঝেমধ্যে এ হিসাব চেক করতে হবে। শুধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নয়, আমরা যারা রাজনীতি করি তাদের এবং যারা মন্ত্রী তারাও সম্পদের হিসাব দেবেন। তাহলে কিছুটা হলেও দুর্নীতি কমবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর করার সুযোগ দিতে হবে। যে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে সে বাধাগুলো পেরিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। শুধু বললেই হবে না কমিশন স্বাধীন, তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। বিচার বিভাগ সম্পর্কে অনেক কথা হয়েছে। চিফ জাস্টিস একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, বিচার আজকে কেনাবেচা হচ্ছে। বিচার যদি কেনাবেচা হয় তাহলে কী হবে। সর্বোচ্চ আদালতে যেভাবে দলীয়করণের মাধ্যমে অযোগ্য লোকজনকে বিচারপতি করা হচ্ছে, তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ কোথায়। এ ব্যাপারগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করতে হবে।

ডা. আরশাদ সায়ীদ

রক্তক্ষয়ী ১০ মাসের সংগ্রামের পর আমাদের একটি স্বপ্ন ছিল; সে স্বপ্ন কোথায়। স্বপ্ন ছিল সুন্দর বাংলাদেশের। এর জন্য কি আমরা সবাই দায়ী নই? অবশ্যই দায়ী। আমরা নিজেরা ঠিকমতো দেশ চালাতে পারিনি। যারা দেশ চালাতে গেছে তারা নিজেরাই দুর্নীতি করেছে। আমি বশ্বাস করি, আমরা যারা এখানে আছি সবাই যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেব।

দিলারা বেগম

আমার দুটি কথা। একটি হলো নারীর আসনসংখ্যা। শুধু নারীকে সম্মান দিলেই হবে না, বরং দুই নারীনেত্রীর ঝগড়ায় আমরা খুবই অসম্মানিত হচ্ছি। এটা আপনারা বন্ধ করবেন। ভবিষ্যতে আমরা কী করব তা ঠিক করতে হবে। কবি সুফিয়া কামাল বলেছিলেন, খারাপ মানুষজন সংঘবদ্ধ হয়। ভালো মানুষজন ছাড়া ছাড়া থাকে। ছাড়া ছাড়া মানুষকে আপনারা একত্র করেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নির্বাচন হয়ে গেলে আপনি কি থাকবেন। তাহলে আমিও থাকব। আমি আগেই বলেছি ২০০৭ সালে সব সমাধান হবে না। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সারা বছর ধরেই সিপিডি তার কাজ করছে, গবেষণা করছে। তার কাজের ভেতর দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছে। আজকে আমরা যা যা করছি তা

কিন্তু করার কথা ছিল না। আমারা শুধু দায়িত্ববোধ থেকেই একত্র করার চেষ্টা করছি সাধারণ প্রথার বাইরে গিয়ে। সে জন্যই লোকজন জিজ্ঞাসা করছে, এত দিন করেননি কেন। দেশপ্রেমের কারণে করছি। যদি নির্বাচনের পর মানুষের ইচ্ছা থাকে, চাপটা থাকে তাহলে সেভাবে করার চেষ্টা করব।

রহিম চৌধুরী

ভোটের আগে সব প্রার্থী ভোটারদের কাছে যান। শুধু যান না, ভোটারেরা যেটা বলে সেটাই শোনেন। কাদার মধ্যে হাঁটতে বললে কাদার মধ্যেই হাঁটেন। আমরা প্রার্থীর নামের পাশে সিল মারি। দলের নামের পাশে সিল মারি না। কিন্তু প্রার্থী নির্বাচিত হলে তিনি দলের সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে যান। প্রার্থী আর ভোটারের কাছে যান না। কিংবা ভোটার প্রার্থীর কাছে যেতে পারে না। ভোটের আগে সব প্রার্থীই অঙ্গীকার করেন। তা দলেরও হতে পারে, নিজেরও হতে পারে। এ অঙ্গীকার লিখিতভাবে দিতে হবে। অঙ্গীকারনামার শেষে লেখা থাকবে, যদি আমি অঙ্গীকার পূরণ করতে না পারি তাহলে অযোগ্য বিবেচিত হয়ে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করব। এ অঙ্গীকারনামা লিফলেট আকারে বের করতে হবে এবং তাতে প্রার্থীর স্বাক্ষর থাকতে হবে।

তৃণমূল পর্যায়ে শুরু করতে হবে। কাউকে না কাউকে শুরু করতে হবে। যেহেতু আইন প্রণয়ন করতে পারব না। তাই সামাজিকভাবেই শুরু করতে হবে।

যাহেদুর রহমান

গণতন্ত্রকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারিনি। শক্তিশালী করতে পারিনি। শক্তিশালী করতে না পারলে কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসীদের আসন পাকাপোক্ত হবে। গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে হলে সবার আগে দরকার একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে যদি নির্বাচন কমিশন থাকে সে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকা দরকার। দলীয় ভিত্তিতে বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করতে হবে। পার্লামেন্টে সৎ লোক বাড়াতে হবে। গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে।

মাহমুদা ইসলাম

একটি বিষয়ে নারীরা ছাড়া কেউই কথা বলেননি। আমি সে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। আমরা জানি দেশে নারী পুরুষের ৫০ ভাগ। এখানে আছেন ১০ ভাগ। এই ১০ ভাগের মধ্যে যারা কথা বলেছেন তারাই শুধু নারীর অধিকারের কথা বলেছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন দলের যে নির্বাচনী ইশতেহার আসবে সেখানে এ বিষয়টি আনা দরকার এ জন্য যে এ দেশের নারীসমাজ অনেক পিছিয়ে আছে। এই পিছিয়ে থাকা মানুষের কথা যদি না বলি তাহলে তারা কখনো সমতায় আসতে পারবে না। নারী-পুরুষের সমতা আনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আপনারা যা বলেছেন সবই আমি বিশ্বাস করি। ভোট প্রয়োগে নারীবান্ধব ব্যক্তিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া–১৯৯১-এর নির্বাচনে আমরা এটা বলেছিলাম। মনোনয়নেও নারীকে অধিক হারে সুযোগ দিতে হবে।

আপনারা অনেকেই বলেছেন। স্বচ্ছতা না থাকলে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশে একটি জাতীয় নারীনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সেটা দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফল। হয়তো আপনারা প্রশ্ন তুলবেন, নারীদের জন্য আলাদা নীতি কেন। আমি আগেই বলেছি যে দেশে নারী-পুরুষের ব্যবধান অনেক। সেখানে সমতা আনতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। পরে সেই নারীনীতি পরিবর্তন করা হলো। সেটি একটি প্রগতিশীল নীতি ছিল। খুব স্পষ্ট একটি নীতি ছিল। সে নীতিটি পরিবর্তন করা হলো

নারী সংগঠনের সঙ্গে কথা না বলেই। যে পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা জানানোও হলো না। এখানে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। আপনাদের কাছে আবেদন, নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি সর্বত্র উল্লেখ করুন, চাপ সৃষ্টি করুন।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন আছে। সে আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে নারী প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অস্বচ্ছভাবে পরিবর্তন করা নারীনীতি বাতিল করা হোক।

শ্যামল ভট্টাচার্য

বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিসর্জন দেশপ্রেম। দেশপ্রেম নেই বলেই আমরা সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমারা কেউ জোর গলায় বলতে পারব না যে আমি দুর্নীতির বাইরে আছি। আজ সমাজের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত ঘুণে ধরে গেছে।

এখানে গণতন্ত্র মার খেয়ে গেছে। গণতন্ত্রের বোধ ও হিসাব আলাদা। গণতন্ত্রের নামে যে কাজগুলো এখন হচ্ছে সেটা গণতন্ত্র নয়। রাষ্ট্র থেকে শুরু করে এ দেশের সব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বাঁচার তাগিদে আমরা সেই দুর্নীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সৎভাবে বেঁচে থাকাই এখন কষ্টকর। দেশপ্রেম নেই বলেই এটা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমি-আপনি ভোটে দাঁড়াতে পারব না। আমাদের ১০০ কোটি টাকা নেই। কারণ আজ ভোট প্রার্থনা করতে হয় না, ভোট কিনতে হয়। সুশীল সমাজের কথা ১৯৯০ সালের আগে সেভাবে শুনিনি, কিন্তু বর্তমানে সুশীল সমাজের ব্যাপক ভূমিকা লক্ষ করছি। আমি আশা করি, এই শিক্ষিত সমাজ বহুলাংশে ভোটকে প্রভাবিত করতে পারবে। রাজনীতিবিদদের পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে আমাদের সংবিধানে বিভিন্ন ধারা ও উপধারা সংযোজনের প্রয়োজন পড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি আজ আর সংবিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এভাবে একটি দেশ এগিয়ে যেতে পারে না।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথমে আমি একটি ব্যাপারে আনন্দিত যে বাংলাদেশে একটি নাগরিক সমাজের আন্দোলন শুরু হয়েছে। আমি মনে করি, এটি আমাদের একটি শুভযাত্রা। অনেকে বলবেন, আপনারা এত দেরি করলেন কেন। আমরা যখন পরিবেশ আন্দোলন শুরু করি তখন অনেকে বললেন, আপনারা এত দেরি করলেন কেন। সব পরিবেশ শেষ। আমি বললাম, ৯৯ ডিগ্রি জ্বর হলে কেউ ডাক্তারের কাছে যায় না। ১০৬ হলে যায়। এ দুর্নীতি কোনোদিন আর বন্ধ করা যাবে না। কেন বন্ধ করা যাবে না? দুর্গের দেয়াল কত দৃঢ়। আজ আক্রমণ করব, কাল করব, পরশু করব, তার পরের দিন করব, করেতই থাকব। আমি মনে করি এ দুর্গ ভাঙবেই। আমরা আমাদের বিশ্বাস করছি না। জনগণ রাষ্ট্রের মালিক; সরকার ভৃত্য; জনগণ প্রভু। ১৯৭১ সাল আমাদের জীবনে একটি বিরাট বছর। এখন আমি স্বাধীন। এই আমিকে বিশ্বাস করতে হবে। নিজকে বিশ্বাস করতে পারে না দুর্বল, হীনম্মন্যতাবোধসম্পন্ন মানুষ। দীর্ঘদিন শাসিত হতে হতে আমরা আমাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। সংকট নতুন কিছু নয়। মানবসভ্যতা সংকটে পড়েনি? সংকট থেকে বেরিয়ে এসেছে। যদি তা না হতো তাহলে এ ঘরের মধ্যে বসে মিটিং করতে পারতাম না। সুতরাং আমরা পারবই।

এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে জিজ্ঞাসা করা হলো, বাংলাদেশে এত দুর্নীতি কেন? বললাম, ধরার লোক নেই বলে। দুর্নীতি করে বীরের মতো রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যায়। কেউ ধরার নেই। এটা কি কেবল দুর্নীতির ক্ষেত্রে। জাতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। আমরা এখনো ঠিকমতো রাষ্ট্রে পরিণত হইনি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু রাষ্ট্র হয়েছে কী পূর্ণ অর্থে? ১৯৭১ সালে পতাকা পেয়েছি। পতাকা হচ্ছে জনগণের ইচ্ছা।

এই পতাকাকে ঘিরে একটি রাষ্ট্র হতে হবে। আমাদের বৈষম্য বাড়ছে। একদিকে হাজার হাজার কোটি টাকা। আরেক দিকে নিরন্ন মানুষ। তাহলে কি এটা রাষ্ট্র হলো। রাষ্ট্রে তো ন্যায়বিচার থাকতে হবে। বিচার বিভাগকে পৃথক হতে হবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লোক। তিনি সেনাবাহিনী, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান। আমাদের সংবিধানে কতগুলো সমস্যা আছে। আরেকটি সমস্যা একজন বলেছেন, রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। রাজ্যের মানুষের হাতে চলে গেছে। ৭০ ধারা আছে। আপনি পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার আর কোনো সিদ্ধান্ত নেই। সিদ্ধান্ত আছে পার্টির। আমরা এরশাদকে তাড়িয়েছিলাম কিসের আশায়। আশা ছিল, গণতন্ত্রের মুক্ত বাতাসে জীবন যাপন করব। স্বৈরাচার হটিয়েছি। গণতন্ত্র এখন রাজতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে। আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পুরো জাতি আমাদের পেছনে, বিবেক আমাদের পেছনে। আমরা জনগণের স্বার্থে কথা বলছি।

জোবায়ের হাসান লিটন

সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর সংজ্ঞা আরও নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন আছে কি না। যদি একজন অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী ব্যক্তি পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে সৎ হয় তাকে আমরা যোগ্য প্রার্থী বলতে পারি কি না। আমার প্রস্তাব হচ্ছে যারা যুদ্ধাপরাধী এবং অবৈধ ক্ষমতা দখলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের সব ধরনের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত।

ফেরদৌস জামান মুকুল

বর্তমান সরকারের কানে তুলা, পিঠে কুলা। ভালো কথা গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে মনে করি না। বৃহত্তম দল সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে। সংস্কারের খেলা এখনো জমে ওঠেনি। যেসব কথা বলছেন তা শোনার জন্য একজন নেতা লাগবে। যে সরকারের একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আদালতের সম্মুখীন হতে হয় সে সরকার আমাদের কথার কতটুকু প্রাধান্য দেবে তা ভাবতে হচ্ছে। আমাদের কালোবাজারি-সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

হাফিজ আহমেদ

স্বাধীনতার ৩৫ বছরেও স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। লড়াই করতে হচ্ছে। যে স্বপ্ন ও আশা নিয়ে স্বাধীনতা আনলাম তা হলো না কেন। এর পেছনে কারণ কী। ক্ষমতাসীন দলগুলোর দলীয়পনা ও ব্যর্থতার কারণে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। এর পেছনে কারণ সমাজব্যবস্থা। রাজনীতিকে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করছে। প্রকৃত রাজনীতিবিদ পেছনে পড়ে যাচ্ছেন। ১৪ দল ২৩ এবং সিপিবি ৫৩ দফা দাবি দিয়েছে। নির্বাচন হবে দলের ভিত্তিতে। এভাবে কালো টাকার মালিকদের নির্বাচন থেকে হটাতে হবে।

কামরুন নাহার পুতুল

যে দেশে বঙ্গবন্ধুকন্যাকে হত্যার জন্য গ্রেনেড ছোড়া হয়, অর্থনীতিবিদ কিবরিয়াকে হত্যা করা হয়; সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা সন্ত্রাস থেকে রেহাই পায় না, অপরাধীকে ঢেকে রেখে নিরপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়, জাহাজভর্তি অস্ত্রের চালান আসে, গডফাদার বের হয় না, বাংলা ভাই, আবদুর রহমানকে এসি ঘরে রাখা হয় সেখানে কী আশা করতে পারি।

আমি মনে করি, সিপিডি যে উদ্যোগ নিয়েছে–যার শুরু আছে তার শেষ আছে। এ সংলাপ হতে হতে সমাধান চলে আসবে। সংস্কার প্রস্তার মানা হোক। এতে এমন কোনো কথা নেই যাতে ক্ষতি হবে।

মজিবুর রহমান মজনু

গণতন্ত্রকে ধরে রাখতে হবে। আজ এটা মানুষ বুঝতে পেরেছে, মানুষের সম্পৃক্ততার বাইরে কাউকে ভোট দেওয়া যাবে না। আগামী প্রজন্মের জন্য ভালো দেশ ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। ভোটার আইডি দিলে জাল ভোট কম হবে।

অ্যাডভোকেট ফজলুল বারী

আমি এসেছিলাম বক্তব্য শোনার জন্য। সিপিডি একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হচ্ছে কি না। আমার মনে হয়েছিল, একটি দল হচ্ছে এটাই সেটা। এখন আমার মনে হচ্ছে, এরা পার্শ্বচরিত্রের কাজ করছে দেশের ভালোর জন্য। চরম সংকট দেশের সামনে। দেশ নিয়ে যারা ভাবেন তারা বসে না থেকে কাজ করছেন।

আমরা নাগরিক সংলাপ করছি। লক্ষ্যমাত্রা ২০২১ সাল পর্যন্ত। সফল হবে আমার বিশ্বাস। একটা সরকার শাসন করছে। এত ক্রাইসিস আগে দেখিনি। এত বড় সংকট স্বাধীনতার পর আর আসেনি।

রেজাউল করিম তানসেন

দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হলে ১৪ দলের পক্ষ থেকে দেওয়া সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হবে। সামনে নির্বাচন। ২৩ দফা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ দেশ ও জাতিকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে বাঁচাতে হলে উদ্যোগ নিতে হবে। নীলনকশার মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় যাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। খালেদা জিয়ার সরকার আন্তরিক হলে বিতর্কের হাত থেকে বাঁচবেন। আমার প্রস্তাব হচ্ছে দেশ থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। একটি রাজনৈতিক দল ধর্মের আলখাল্লা পরে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

মমতাজ উদ্দিন

আজকে আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। মূল জায়গাটা পরিষ্কার করতে পারলে সামনে এগোতে কষ্ট হবে না। যারা বলেছেন যে বঙ্গবন্ধু জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান না জিয়াউর রহমান। যারা চুপচাপ আছেন বুকে হাত দিয়ে বলেন কার নাম শুনেছেন। বলতে হবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম শুনেছি। কয়েকটি ক্যুর পর যখন ক্ষমতায় এলেন তখন জিয়াউর রহমানের নাম শুনেছেন। এ বিতর্ককে সামনে নিয়ে এসেছে যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল তারা। তাদের রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমি কোনোদিন পারি না মুসলিম লীগের প্রেতাত্মার ফিরে আসাকে সমর্থন করতে। যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান পরিষ্কার না করতে পারব ততক্ষণ যতই মঞ্চ করি না কেন সমাধান আসবে না। দোষ শুধু রাজনীতিবিদদের নয়, আমলাদেরও আছে। গুলশান, বারিধারা, বনানীতে কাদের বাড়ি, কারা থাকেন। আমলা বেশি না রাজনীতিবিদ বেশি। দোষ খালি রাজনীতিবিদদের থাকে। একজনকে স্বৈরাচার বানানো হলো, তাকেই আবার মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। আজকে বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় হয় না কেন? সিপিডি আজকে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা কাউকে না কাউকে নিতেই হতো।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

অনেকে বলে আমরা হলাম স্বৈরাচার। স্বৈরাচার নয় বছর দেশ শাসন করেছে। স্বৈরাচার হলেও আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আজকে অনেকে স্বাধীনতার পক্ষে বলছেন আবার অনেকেই বিপক্ষে বলছেন। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পার হয়ে গেছে। দেশের উন্নয়ন আজ কোন স্তরে পৌঁছেছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত

পচন ধরেছে। সেটা যেভাবেই হোক প্রতিকার করতে হবে। পচনের কারণ বের করতে হবে। আজ নাগরিক কমিটি যেটা শুরু করেছে। পচনের কারণ ও রোধের কেউ উদ্যোগ নেয়নি। কেবল বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি। আওয়ামী লীগ বলছে, বিএনপি বলছে, জাতীয় পার্টি বলছে। অন্যরা বলছে ওরা যা বলছে সব সত্য নয়। আজকে অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। না হলে হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে শেষ পর্যায়ে চলে যাব।

বজলুল করিম বাহার

আমার ছাত্ররা আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকে সুশীল সমাজ কী। আমি বলি ওই যে সড়কটা দেখছ। এটা যারা পরিষ্কার রাখে, বাধা-বিপত্তি দূরে রাখে, সবসময় উন্মুক্ত করে রাখে তারাই সুশীল সমাজ। আমাদের রাষ্ট্রের যে গন্তব্য, দেশের যে গন্তব্য, এ গন্তব্যের জন্য যারা কাজ করে যাচ্ছে তারাই সুশীল সমাজ। আজকে লেবানন আক্রান্ত। এখানেও কিন্তু সুশীল সমাজ করে যাচ্ছে। নোয়াম চমস্কি কাজ করে যাচ্ছেন। সবাইকে কাজ করে যেতে হয়। সবাই আমরা সুশীল সমাজের অংশ। অদ্ভুত আঁধার আমাদের গ্রাস করে যাচ্ছে। আমাদের এ আঁধার তিরোহিত করতে হবে। এ জন্যই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে।

মোহাম্মদ আমিনুল ফরিদ

স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে যেটা দেখেছি ক্ষমতায় গিয়ে কীভাবে লুটপাট হয়। সরকার কাজ দেয়, টেন্ডারবাজি হয়, পিপিআর সংশোধন করা হয়। যারা ক্ষমতায় যাবে তাদের জনগণের কাছে অঙ্গীকার করতে হবে। পিপিআর আগেই নির্দিষ্ট করে ফেলতে হবে। প্রকৃত ব্যবসায়ীরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, দলের আমলে কাজ দিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হতে না পারে। আমাদের সামনে অনেকে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল, যাদের কিছুই ছিল না। আরেকটি হলো কওমি মাদ্রাসা। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের নাগরিক সমাজ কী ভাবছে তা স্পষ্ট বলতে হবে।

মুশিহুর রহমান

এ দেশের নাগরিকদের সবসময় বলা হয়, তুমি দেশের মালিক। কিন্তু এ মালিকানার স্বত্ব কী। দেশের নাগরিক শুধু বুঝতে পারে নির্বাচনের সময়। আর কখনো বোঝার সুযোগ আসে না।

যখনই সে সরকারি প্রতিষ্ঠানে যায়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যায়, কর্মকর্তাদের কাছে যায় তখন তার সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তাতে মনে হয় তারাই শুধু মালিক, আমরা সাধারণ প্রজা, প্রজারও অধম। এই যে মালিকানা স্বত্ব, এ স্বত্ব বুঝতে হলে আমাদের এ রকম নাগরিক সংলাপ দরকার আছে। আমি মনে করি, আজকে উদাহরণ সৃষ্টি করল সিপিডি।

এখনো এ প্রশাসনের আমরা জবাবদিহিতা সৃষ্টি করতে পারিনি। পারি না কেন? একটি কারণ। ফৌজদারি দণ্ডবিধি ১৯৭ ধারা। একজন বক্তা বলে গেছেন, আমি যেকোনো কর্মকর্তাকে বিচারাধীন করতে চাইলে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদন লাগবে। এ বিষয়ে আমরা বহুবার কথা বলেছি। হাইকোর্টে একটি রিট করা দরকার। রিট করলে সংবিধান থেকে তা বর্জন করা যেতে পারে। সংবিধানে বলা আছে, আইনের চোখে সবাই সমান। আমি মনে করি, যদি জবাবদিহিমূলক প্রশাসন আনতে চান তাহলে আসুন আমরা এ শহরে যারা আছি, যাদের সুনাগরিক মনে করি তারা একত্র হই। একটি নাগরিক কমিশন বানাতে পারি। যে কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাহায্য করতে পারে।

আপনারা বলছেন সৎ ও যোগ্য লোক রাজনীতিতে, সংসদে আসুক। আমরা মনে করলাম সব রাজনৈতিক দল মেনে নিল। আমাদের মনমতো নির্বাচন কমিশন হলো, প্রশাসন এল, ভোটার তালিকা হলো, আমাদের শর্তমতো সব কাজ হলো। কিন্তু যখন ভোট দিতে যাবেন তখন বলবে তুমি একটি

বিড়িও খাওয়াতে পার না। সে লোকটি জানে না একটি বিড়ির দাম এক কোটি টাকা। কারণ সাড়ে তিন লাখ লোক তাকে ভোট দেবে।

প্রত্যেককে দিলে এক কোটি টাকা বের হয়ে যাবে। জনগণ যতক্ষণ পর্যন্ত সচেতন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতই চেষ্টা থাকুক সৎ রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। সে কি জানে দেশে কী ঘটে গেল একটি বিড়ির বিনিময়ে। তাকে তো জানাতে হবে। এটা সিপিডির দায়িত্ব নয়, সবার। আমরা যদি এ দেশের পরিবর্তন চাই, তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে। সিপিডি সূচনা করেছে। আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এ কাজ করা যেতে পারে। এ কাজ করা উচিত। এ কাজ করলে দেশে পরিবর্তন আসবে।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার

● রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। ● প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে সব জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংলাপে বসতে হবে। ● রাজনৈতিক দলগুলোর নাগরিক সংলাপ আয়োজন করা উচিত। ● ফ্লোর ক্রসিংয়ের (floor crossing) ব্যবস্থা রাখার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। ● ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। ● স্থানীয়ভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে হবে।

● রাজনৈতিক দলের বাজেট ঘোষণা করতে হবে এবং সেখানে নিয়মিত কর্মীদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী সংস্কার

● নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে আরও শক্তিশালী করতে হবে। ● কোনো প্রার্থীকেই যদি যোগ্য বলে মনে না হয় তাহলে 'না' ভোটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি 'না' ব্যালট সর্বোচ্চ ভোট পায় তবে সব প্রার্থীকে পরিবর্তন করে রাজনৈতিক দলগুলোকে নতুন করে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। ● নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত সব সরকারি কর্মকর্তার আয়ের উৎস জানাতে হবে। ● মন্ত্রী ও সাংসদদের আয়ের উৎস সম্পর্কে জানাতে হবে। ● সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রয়োজন। ● প্রতিটি ভোটারের ছবিসহ পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। ● ভোট ব্যবস্থার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের (electronic voting) ব্যবস্থা করতে হবে।

● একজন প্রার্থী একই সঙ্গে দুটি আসনের বেশি আসনে নির্বাচন করতে পারবেন না। ● সাংসদেরা শুধু আইন প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।

● নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বাড়াতে হবে এবং তারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসবেন। ● সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার শেষে শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি থাকতে পারে। ● যেসব ব্যক্তি শতকরা সাড়ে সাত ভাগ কর দিয়ে 'কালো' টাকা 'সাদা' করেছেন এবং ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

● রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীদের মনোনয়ন দিতে উৎসাহী হতে হবে। ● নির্বাচন কমিশনের প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় বহন করা উচিত।

● একটি এলাকার সব প্রার্থী একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে প্রত্যেকের অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন। ● একজন প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট আসনের স্থায়ীভাবে বসবাসকারী হতে হবে এবং নির্বাচনের পরও তিনি সেখানে বসবাস করবেন। ● নির্বাচনের ফলাফলের আগেই প্রার্থীদের কাছ থেকে লিখিতভাবে নির্বাচনের অবস্থান জানতে হবে। ● যুদ্ধাপরাধী ও দখলদারদের প্রার্থিতা অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। ● সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। ● নির্বাচনী ইশতেহারকে সামাজিক চুক্তি হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। ● তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকে ছয় মাস করতে হবে। ● নির্বাচনী ইশতেহারে উন্নয়ন পরিকল্পনা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

● বিচার ব্যবস্থাকে সংস্কারের মাধ্যমে স্বাধীন ও প্রশাসনের আওতামুক্ত করতে হবে। ● কর প্রশাসনকে কার্যকর করতে হবে। ● দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষেরও অংশগ্রহণ থাকে। ফলে তাদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। ● সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান ও তথ্য প্রাপ্তির পূর্ণ

অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। ● সাংসদদের জন্য শুল্কমুক্ত গাড়ির ব্যবস্থা না রেখে সরকারি খরচে সংসদ থাকাকালীন গাড়ির ব্যবস্থা করা উচিত। ● ফৌজদারি আইন সংশোধনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি মামলার বিধান রাখা উচিত। ● ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ● ১৯৭২ সালের সংবিধানকে পুনর্বহাল করতে হবে।

সুশীল সমাজ ও সিপিডির ভূমিকা

● নির্বাচনের পরও সুশীল সমাজের এ উদ্যোগ চালিয়ে যেতে হবে। তা না হলে নির্বাচনের আগে এ উদ্যোগ নেওয়া অর্থবহ হবে না। ● 'সকলের জন্য শিক্ষা উন্মুক্তকরণ' বিষয়টি রূপকল্পে এটি সংযুক্ত করতে হবে। ● প্রতিটি জেলায় নাগরিক কমিটির একটি ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে একে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো যেতে পারে। ● শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা জানিয়ে আলোচনা শুরু করা উচিত। ● সংস্কৃতি বিষয়টিকে উন্নয়ন রূপকল্পে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে। ● নাগরিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাহায্য করা যায়।